রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২১, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নীতিমালা

তারিখ: ১লা অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৬ নভেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০১০.০২.০০৬.২০-২৮০।—যেহেতু ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণের বিষয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন; এবং

যেহেতু স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি. তারিখের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ইজারা পদ্ধতি ও তৎকর্তৃক প্রাপ্ত আয় বণ্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এবং একই বিভাগের ০৭ মে, ২০১২ খ্রি. তারিখের সংশ্লিষ্ট পরিপত্র অনুযায়ী দেশের সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% (শতকরা চার ভাগ) অর্থ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমা করিবার সরকারি নির্দেশনা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক; এবং

যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত উক্ত সরকারি হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ জীবিত মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে ব্যয়ের নিমিত্ত এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাটি রহিতকরণক্রমে অধিকতর যুগোপযোগী করিয়া নূতন নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

মূল্য : টাকা ১২.০০

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নীতিমালা বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কর্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়—

(ক) 'জটিল রোগ' অর্থ হৃদরোগ, কিডনী রোগ, পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস, ক্যান্সার, মস্তিষ্কের সংক্রমণসহ সমজাতীয় অন্যান্য কোনো জটিল ধরনের রোগ, যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত;

(খ) 'পরিশিষ্ট' অর্থ এই নীতিমালার পরিশিষ্ট;

(গ) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঘ) 'বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক' অর্থ সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক;

(ঙ) 'বিশেষায়িত হাসপাতাল' অর্থ এই নীতিমালার পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত বিশেষায়িত হাসপাতাল; এবং

(চ) 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' অর্থ এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮(২০১৮ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২ তে সংজ্ঞায়িত ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকাভুক্ত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা।

৩। **বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে অর্থ বরাদ্দের খাতসমূহ।**—নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধার কল্যাণে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:

(ক) চিকিৎসা; এবং

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত।

৪। **চিকিৎসা মঞ্জুরি।**—(১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরিশিষ্ট-ক তে বর্ণিত বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করিবার জন্য মন্ত্রণালয়, সময় সময়, জটিল ও সাধারণ চিকিৎসার জন্য বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জটিল রোগের চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত পরিমাণের অধিক টাকার প্রয়োজন হইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাইবে; এবং

(খ) মুমূর্ষু রোগীর জরুরী অপারেশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যাইবে, তবে এ বিষয়ে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক হাসপাতালসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

(৪) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যয়, চিকিৎসা সেবার মান, আয়ন-ব্যয়ন এবং ব্যয় যাচাইকরণসহ সার্বিকভাবে চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হওয়ার বিষয়টি পদ্ধতিগতভাবে সুনির্দিষ্ট আদেশ বা পরিপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৫) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্ত্রী বা স্বামী, সন্তানগণ বা অন্য কেহ এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদেয় সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(৬) বীর মুক্তিযোদ্ধগণকে কোনোভাবেই নগদ বা চেকের মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রদেয় অর্থ প্রদান করা যাইবে না।

(৭) সরকারি হাসপাতালের প্রধান বা তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক বা অধ্যক্ষ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবে।

(৮) এই নীতিমালার অধীন জারীকৃত আদেশ বা পরিপত্রের নির্দেশনার আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

৫। **চিকিৎসা সুবিধা প্রদান পদ্ধতি।**—(১) অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত হাসপাতলসমূহ বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সাধারণ রোগের চিকিৎসা বাবদ বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিবে। তবে জটিল রোগ ও মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষায়িত হাসপাতাল ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর আলোকে বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জটিল রোগের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যাইবে।

(৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল হইতে সরাসরি চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) সরকারি ও বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো আবেদন করিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে উক্তরূপ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমাণক বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৫) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানের সময় বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিচিতিমূলক দলিলপত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকার সহিত যাচাই করিবে।

(৬) বিশেষায়িত হাসপাতালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জটিল রোগের চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে মুমূর্ষু রোগী ব্যতীত যদি অন্য কোনো রোগীর চিকিৎসায় নির্ধারিত ৭৫,০০০/- টাকার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের অনুমোদনের প্রস্তাব প্রেরণ করিবে এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে, তবে মুমূর্ষু রোগীর জরুরী অপারেশন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা শেষে উক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে মন্ত্রণালয় হইতে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৬। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই পদ্ধতি ও ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ সংস্কার।**—(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের জন্য জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) (মহানগরের ক্ষেত্রে) এর নিকট পরিশিষ্ট-খ তে উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিবেন এবং উক্ত আবেদনের সহিত ক্ষয়-ক্ষতির ছবি সংযুক্ত করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত আবেদনসমূহ বাছাই করিয়া ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণপূর্বক অনুদান মঞ্জুরের জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবে।

(৩) মন্ত্রণালয় হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধার অনুকূলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ পুনঃনির্মাণ বা সংস্কার সহায়তা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা যাইবে।

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগে 'বীর নিবাস' ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উহা মেরামতের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সংশ্লিষ্ট জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধা আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

[ব্যাখ্যা: 'বীর নিবাস' অর্থ বাংলাদেশের অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা বা প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাসস্থান সরবরাহের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে বিনামূল্যে বরাদ্দকৃত সরকারি আবাসন।]

(৫) মন্ত্রণালয় হইতে অনুদানের অর্থ সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি বাছাই কমিটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.molwa.gov.bd) প্রকাশিত সমন্বিত তালিকার সহিত মুক্তিযোদ্ধার সপক্ষে দাখিলকৃত প্রমাণক বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্রের অনুলিপির তথ্য যাচাই করিবে।

(৭) জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য এ অনুদান প্রযোজ্য হইবে এবং জীবদ্দশায় একবারের অধিক তাঁহারা এই অনুদান প্রাপ্য হইবেন না।

৭। **প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি।**—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি মহানগর বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সভাপতি;
(খ)	সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য;
(গ)	জেলা ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা	সদস্য; এবং
(ঘ)	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব।

(২) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, মহানগরের আওতাধীন কোনো জীবিত অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতঃ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ উহা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবেন।

৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি।—(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি;
(খ)	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা প্রতিনিধি	সদস্য; এবং
(গ)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব।

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলার আওতাধীন কোনো জীবিত অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ নির্মাণ বা সংস্কারের লক্ষ্যে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনুদান মঞ্জুরি উপজেলা বাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতঃ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অনুদান প্রাপ্তির যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সুপারিশসহ উহা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করিবেন।

৯। **বিভিন্ন উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন হতে প্রেরিত অর্থ জমাকরণ পদ্ধতি।**—(১) সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২১-০৯-২০১১ তারিখে ৪৬.০০.০০০০.০০২. ০১.০০২.১১-৮৭০ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত 'সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা' এর ৯.৩.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল হাট-বাজার থেকে প্রাপ্ত ইজারা আয়ের ৪% অর্থ ইজারার টাকা জমা হওয়ার ১৫ (পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪৪২৬৩৩৪১৯১৫৫৪, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপজেলা পরিষদ : স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৭-০৫-২০১২ তারিখের পরিপত্র নম্বর ৪৬.০০.০০০০.০৪১.০১৯.০৩২.২০১২-৩৭০ মোতাবেক 'সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা' এর ৯.২.৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত হাট-বাজারের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ইজারার টাকা জমা হওয়ার ১৫ (পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং ০২০০০০১২১১০৫২, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জাতীয় প্রেসক্লাব শাখা, ঢাকায়) জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টের কোনো পরিবর্তন হইলে সময় সময় তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টের টাকা হইতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বা অন্যান্য সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অতিরিক্ত অর্থ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর বা মেয়াদী আমানত হিসেবে সংরক্ষণ করা যাইবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের কল্যাণে দেশের সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারালব্ধ আয়ের ৪% অর্থ ব্যয় নীতিমালা, ২০২১, অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই নীতিমালার অধীন গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে; এবং

(গ) জারীকৃত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ বা অন্য কোনো দলিলাদির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, এইরূপে চলমান থাকিবে যেন উহা এই নীতিমালার অধীন প্রণীত বা জারি হইয়াছে।

পরিশিষ্ট-ক

বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ
[অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (ঙ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের নাম
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২।	ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৩।	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪।	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা।
৫।	জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৬।	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা।
৭।	জাতীয় কিডনী ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা।
৮।	জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৯।	জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০।	জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা।
১১।	ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১২।	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১৩।	শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা।
১৪।	শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।
১৫।	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।
১৬।	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ।
১৭।	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী।
১৮।	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর।
১৯।	এম. এ. জি .ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট।
২০।	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল।
২১।	জাতীয় হৃদরোগ ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
২২।	বারডেম জেনারেল হাসপাতাল, শাহবাগ, ঢাকা।
২৩।	শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, কামরুজ্জামান স্বরণি, ঢাকা।
২৪।	ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, শাহবাগ, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-খ

[অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.molwa.gov.bd

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরম

১।	বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম	:
২।	আবেদনকারীর নাম	:
৩।	পিতা ,স্বামীর বা মাতার নাম	:
৪।	জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর	
৫।	জন্ম তারিখ	:
৬।	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:
৭।	বর্তমান পেশা	:
৮।	মুক্তিযোদ্ধা তালিকা নম্বর: ক) লাল মুক্তিবার্তা: খ) ভারতীয় তালিকা: গ) অন্যান্য তালিকা বা গেজেট:	:
৯।	বর্তমান ঠিকানা	:
১০।	স্থায়ী ঠিকানা	:
১১।	বাৎসরিক আয়	:
১২।	আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদনের কারণ (প্রমাণক সংযুক্ত করিতে হইবে)	:
১৩।	যে ব্যাংকে অনুদান পাইতে ইচ্ছুক : ক) ব্যাংকের নাম ও শাখা : খ) হিসাব নম্বর :	
১৪।	ইতঃপূর্বে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হইতে অনুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা, প্রাপ্ত হইলে সাহায্যের পরিমাণ ও তারিখ	:
১৫।	আবেদনকারী মুক্তিযোদ্ধা না হইলে মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে সম্পর্ক	:

১৬। আমি ---------- পিতা----------

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরিউক্ত তথ্যাবলী সঠিক এবং প্রকৃত তথ্যাদি গোপন করিয়া সরকারি অর্থ গ্রহণ করিলে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং যে উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিল করিতেছি, প্রদত্ত অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা হইবে।

তারিখ: ----------

.....

আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

আদেশক্রমে

খাজা মিয়া

সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd